217507 - কোন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করার অনুরোধ করেছিলেন মর্মে কোন বর্ণনা সাব্যস্ত আছে কি?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় কোন সাহাবী (কিয়ামত দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট) শাফায়াত (ইস্তিগফার নয়) তলব করেছেন মর্মে সাব্যস্ত হয়েছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

একাধিক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শাফায়াত তলব করেছিলেন মর্মে সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (১৬০৭৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনৈক খাদেম পুরুষ কিংবা নারী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদেমকে বলতেন: তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? বর্ণনাকারী বলল: একদিন সে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার একটা প্রয়োজন আছে। তিনি বললেন: তোমার কী প্রয়োজন? সে বলল: আমার প্রয়োজন হল কিয়ামতের দিন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বললেন: কে তোমাকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়েছে? সে বলল: আমার প্রভু। তিনি বললেন: এই প্রয়োজন ছেড়ে দেয়ার নয়। তবে অধিক সেজদা দেয়ার মাধ্যমে তুমি আমাকে সহযোগিতা কর।”।

হাইছামী ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’ গ্রন্থে (২/২৪৯) বলেন: হাদিসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী। আলবানী ‘সিলসিলা সাহিহাতে’ (২১২০) বলেছেন: এর সনদ সহিহ ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ]

ইমাম আহমাদ (২৪০০২), ইবনে হিব্বান (২১১) ও তাবারানী ‘আল-কাবীর’ গ্রন্থে (১৩৪) আওফ বিন মালিক আল-আশজাঈ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। আমাদের প্রত্যেকে তার বাহনের উটের সামনের পায়ের উপর বিছানা পাতল। বর্ণনাকারী বলেন: আমি কিছু রাতে জেগে গেলাম। জেগে দেখলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের সামনে কেউ নেই। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌কে খুঁজতে বের হলাম। এর মধ্যে মুয়ায বিন জাবাল ও আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েসকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেয়ে বললাম: রাসূলুল্লাহ্ কোথায়? তারা

বলল: আমরা জান িনা; তব উপত্যকার উপর থকেে একটা শব্দ শুনছে।ি য েশব্দট িবাহনরে জনিরে শব্দরে মত। স েবলল: তোমেরা একটু থাম। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম আমাদরে কাছ েআসলনে। এস েবললনে: নশ্চিয় আমার কাছ েআজ রাত েআমার প্রভুর পক্ষ থকেে একজন আগন্তুক এসছে েএবং আমাক েদুটো বষিয়রে একট িনর্িবাচন করার সুযোগ দয়িছে:ে আমার উম্মতরে অর্ধকে জান্নাত েপ্রবশে করব েকংিবা শাফায়াত। আম িশাফায়াতক েনর্িবাচন করছে।ি আমরা বললাম: আল্লাহ্র দোহাই ও সঙ্গত্বিরে দোহাই দচ্ছি:ি আপন িআমাদরেক েআপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করবনে না?! তন িবললনে: তোমেরা আমার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী বলনে: আমরা দ্রুত লোকেদরে উদ্দশ্যে েছুট েগলোম। তারাও তাদরে নবীক েহারয়ি েভয় পয়ে েগয়িছেলি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম বললনে: নশ্চিয় আজ রাত েআমার প্রভুর কাছ থকেে এক আগন্তুক আমার কাছ েএস েআমাক েদুটো বষিয়রে মধ্য েএকট িনর্িবাচন করার সুযোগ দয়িছে:ে আমার উম্মতরে অর্ধকে জান্নাত েপ্রবশে করব েকংিবা শাফায়াত। আম িশাফায়াতক েনর্িবাচন করছে।ি তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্র দোহাই ও সঙ্গত্বিরে দোহাই দচ্ছি।ি আমাদরেক েআপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করবনে না? বর্ণনাকারী বলনে: যখন অনকে েশোরেগোল করছলি তখন তন িবললনে: আম িতোমোদরেক েসাক্ষী রাখছ িয,ে আমার উম্মতরে মধ্য েয েআল্লাহ্র সাথ েকোনে কছিুক েশরীক করব েনা তার জন্যই আমার শাফায়াত হব।ে"[মুসনাদরে মুহাক্ককিগণ হাদসিটকি েসহহি বলছেনে। আলবানী 'সহহিুত তারগীব' গ্রন্থ (৩৬৩৭) হাদসিটকি েসহহি বলছেনে]

দুই:

এই হাদসিদ্বয় েও অন্যান্য হাদস িনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লামরে কাছ েশাফায়াত চাওয়া দ্বারা উদ্দশ্যে হলো: তন িযনে তাদরে জন্য আল্লাহ্র কাছ েদোয়া করনে যাত েকর েতারা তাঁর শাফায়াত পতে েপার েএবং আল্লাহ্ তাদরে ব্যাপার েসুপারশি করার জন্য তাঁক েঅনুমত িদনে। কনেনা তাবারানীর 'আল-কাবীর' গ্রন্থরে (১৩৬) রওেয়ায়তে েএই হাদসিটরি ভাষ্য এভাব েএসছে:ে "আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপন িআল্লাহ্র কাছ েদোয়া করুন যনে তন িআমাদরেক েশাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করনে। তন িবলনে: হ েআল্লাহ্! আপন িতাদরেক েশাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আমরা লোকেদরে কাছ েএস েতাদরেক েজানালাম। তখন তারাও বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছ েদোয়া করুন যনে আমাদরেক েআপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে দলভুক্ত করনে। তখন তন িবললনে: হ েআল্লাহ্! আপন িতাদরেক েশাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করুন।"

ইমাম আহমাদ (১৯৭২৪) একই অর্থবোধেক হাদস িআবু মুসা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করছেনে। তাত েএসছে:ে "এরপর তারা তাঁর কাছ েআসত েলাগল এবং বলত েলাগল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছ েদোয়া করুন যনে তন িআমাদরেক েআপনার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করনে। তখন তন িতাদরে জন্য দোয়া করলনে।"

এবং যহেতেু শাফায়াতরে মালকি আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "বলুন, সকল শাফায়াত আল্লাহ্র জন্য" ।[সূরা যুমার, আয়াত: ৪৪] তাই আল্লাহ্ অনুমত িদয়ো ছাড়া কউে শাফায়াত করত েপারব েনা। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "এমন ক েআছ েয েতাঁর

অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত করবে?”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৫৫] শাফায়াতরে হাদসি এসছে: “...বলা হবে: ইয়া মুহাম্মদ! আপনার মাথা তুলুন। বলুন, আপনার কথা শুনা হবে। আপনি প্রার্থনা করুন; আপনাকে তা দয়ো হবে। আপনি সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আমার প্রভু আমাকে যে প্রশংসাটি শিখিয়ে দবিনে সটো দয়ি তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি শাফায়াত করব। তনিি আমাকে একটি সীমা দয়ি দবিনে। আমি তাদরেকে জাহান্নাম থকে বরে কর আনব এবং জান্নাত প্রবশে করাব।”[সহহি বুখারী (৪৪৭৬) ও সহহি মুসলমি (১৯৩)]

পক্ষান্তর, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “নশ্চিয় তোমরা আমার শাফায়াতপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত” এই সংবাদরে ভত্তি হচ্ছ মহান প্রভুর পক্ষ থকে ওহী। ঠকি যভোব তনিি যাদরে জন্য প্রযোজ্য তাদরেকে জান্নাতরে সুসংবাদ দয়িছেলিনে এবং অনুরূপ অন্যান্য গায়বী বষিয় জানান।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।